**বাটেক্সপো ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, ২৫ আশ্বিন ১৪২০, ১০ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ,

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ,

বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিজিএমইএ আয়োজিত ২৪তম বাটেক্সপো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুরুতেই আমি সাভারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক ভাই-বোনদের রুহের  মাগফেরাত এবং আহত ও অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সরকারে আসি। তখন দেশের বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হয়রানির ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বে ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ অর্জনকারী তৈরি পোশাক খাত বিশ্ববাজারে প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি।

তাই আমরা সরকারের শুরুতেই ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনি। মন্দা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করি। বাজেটে কর অবকাশসহ বিভিন্ন সুবিধা দেই। যাতে বাংলাদেশের পণ্য বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। আমাদের এসব উদ্যোগ এবং গার্মেন্টসসহ রপ্তানিকারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অত্যন্ত সফলভাবে বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করেছি। রপ্তানি আয় ২০০৮ সালের ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৭ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

আমরা শিল্প প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন করেছি। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বাড়িয়েছি। ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ করেছি। সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ফ্লাইওভার ও বাইপাস সড়ক নির্মাণের ফলে পণ্য পরিবহন সহজ হয়েছে। বেসরকারি খাতমুখী শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। নতুন রপ্তানি পণ্য ও নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বাড়াতে Container Terminal Management System চালু করেছি।

শ্রমঘন পোশাক খাত আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী। পোশাক শিল্প প্রসারের ফলে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। দারিদ্র্য দূর হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। তাদের সন্তানরা স্কুলে যেতে পারছে। নারীর এ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে কুচক্রী মহল তৎপর আছে। তারা নানা অযুহাতে পোশাক খাতের অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত করতে চায়। এদের অপচেষ্টা মোকাবেলায় সরকার-শ্রমিক-মালিক সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তৎপর হতে হবে।

বর্তমান সরকার ব্যবসা করে না। ব্যবসার সহায়তাকারী। আমাদের '৯৬ সরকারের সময়ও আমরা পোশাক খাতের উন্নয়নে ৬২টি সুবিধা দেই। বিএনপি সরকারের সৃষ্ট জিএসপি সমস্যার সম্মানজনক সমাধান করি।

১৯৯৮ ভয়াবহ বন্যার সময়ও রপ্তানির চাকা সচল রাখি। প্রাইভেট ইপিজেড আইন করি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড সম্প্রসারণ করি এবং চারটি নতুন ইপিজেড স্থাপন করি।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বব্যাপী শিল্পের একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ শিল্প দুর্ঘটনা। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। আমরা '৯৬ সরকারের সময়ই পোশাক শিল্পে বিকল্প সিঁড়ি নির্মাণ বাধ্যতামূলক করি। অগ্নি নির্বাপণে কারখানাগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশব্যাপী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে।

সাভারের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্ধার তৎপরতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারদের প্রায় ১২ কোটি টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তা হিসেবে প্রায় ৭ কোটি টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনের বিল্ডিং কোড প্রতিপালনে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের সব কারখানার ত্রুটি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের দুর্ঘটনা বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সরকার গার্মেন্টস পল্লী স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের বাউশিয়ায় ৫৩১ একর জমির উপর গার্মেন্টস ইকোনোমিক জোন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্লটগুলো ধাপে ধাপে উদ্যোক্তাদের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

পোশাক শিল্পের জন্য ভাড়ায় ফ্লোর স্পেস ব্যবহারের উপর আরোপিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণরোধে ইটিপি স্থাপনে যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। ইটিপি'র ক্যামিক্যালস আমদানির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত সকল শুল্ক-কর মওকুফ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। আমাদের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও মানও শীর্ষ পর্যায়ের হতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক গার্মেন্টস মালিককে উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল প্রয়োগে আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

            জাতির পিতার আদর্শে গড়া আওয়ামী লীগ সবসময়ই শ্রমিক-বান্ধব একটি রাজনৈতিক দল। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করায় আমরা সবসময়ই তৎপর আছি। কোনো প্রকার দাবী ছাড়াই আমরা ২০১০ সালে আমরা মজুরী বোর্ড গঠন করি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮২ শতাংশ বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করি। বেতন আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য মালিকদের অনুরোধ করি।

            পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করি। ফলে মূল্যস্ফীতির প্রভাব তাদের ওপর পড়েনি। তাদের জন্য স্থায়ী রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ডর্মিটরি নির্মাণ করা হচ্ছে।

            বর্তমান সরকারের আমলেই প্রথমবারের মতো গার্মেন্টস নারী শ্রমিকসহ কর্মজীবী দরিদ্র ল্যাকটেটিং মা'দের জন্য মাসিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা দেয়া হচ্ছে। তাদের সন্তানদের পরিচর্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

            সাধারণতঃ ৫ বছর পর পর মজুরী বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু শ্রমিকদের আরও বেশী সুবিধা নিশ্চিতে আমরা ৩ বছরের মধ্যেই নতুন মজুরী বোর্ড গঠন করেছি। আশা করি, শীঘ্রই শ্রমিক ও মালিক পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন মজুরী কাঠামো এই বোর্ড ঘোষণা করবে। শ্রমিকদের আরও উৎসাহ নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হবেন। এতে শ্রমিক-মালিক-দেশ আরও বেশী উপকৃত হবে।

            শ্রম আইন সংশোধন করে একে সময়োপযোগী করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন প্রতিপালন করা হয়েছে। কারখানা ও শ্রমিক একে অপরের পরিপূরক। তাই, কারখানা বন্ধের কোনো প্ররোচনায় প্রভাবিত না হওয়ার জন্য শ্রমিক-মালিক সবাইকে তৎপর হতে হবে। শিল্পের স্বার্থে প্রথমবারের মতো দেশে শিল্প পুলিশ গঠন করেছি। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা নিন। তবুও শিল্পের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না।

            অনেক সময় শিল্প ধ্বংসে নাশকতামূলক কর্মকান্ড চালানো হয়েছে। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হতে হবে। গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টার বিরুদ্ধে সকলকে তৎপর থাকতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

পোশাক শিল্প পণ্যের মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। আমরা দেশের প্রতিটি জেলায় এবং অনেক উপজেলায় দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করেছি। শিক্ষিত পেশাজীবী সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পথও সুগম হবে।

আন্তর্জাতিক বড় বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বাংলাদেশের পোশাকই সেরা পছন্দ। এটি ধরে রাখতে হবে। ভাল পণ্য সঠিক সময়ে প্রতিযোগিতা মূল্যে সরবরাহ করার সামর্থ্য ধরে রাখার মধ্যেই আমাদেরকে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হবে। এজন্য পোশাক শিল্পের মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।  এ লক্ষ্যে সরকার আপনাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

সরকার রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও জাপান পোশাক রপ্তানিতে জিএসপি'র রুলস অব অরিজিন শিথিল করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে সরকার কাজ করছে। ভারতে ৪৬টি পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। চীনে আমরা প্রায় ৯৫ শতাংশ পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছি। ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করা হয়েছে। এসব সুযোগের শতভাগ সদ্ব্যবহারে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাই।

নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যাতে বিশ্বে তৈরি পোশাক বাজারে আমাদের শেয়ার বর্তমানের ৪ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়। যাতে ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশে উন্নীত হতে পারি। এজন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পর্যাপ্ত ফরওয়ার্ড ও বেকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করতে হবে। দেশীয় মূল্য সংযোজন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

বিগত প্রায় পাঁচ বছরে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। দারিদ্রের হার ২৬ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। এজন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য রোল মডেল। আমাদের এ অর্জনগুলো ধরে রাখতে হবে। যাতে রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের আগেই ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি।

এ লক্ষ্য অর্জনে গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারের উদ্যোগগুলো যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

এবারও বাটেক্সপো আমাদের তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণে সক্ষম হবে, এ আশা রেখে আমি ২৪তম বাটেক্সপো'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।